দৈনিক
ইত্তেফাক

11 MAR 2015

তারুণ্য কথা

১৮ মে, ২০১৪ সালে পেনসিলভানিয়ার ডিকেন্স কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এবং সর্বপ্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট এই বক্তব্য দেন। বক্তব্যটি অনুবাদ করেছেন ইশরাত বিনতে আফতাব

'আশির দশকের শিক্ষার্থীরা নির্ভরতা খুঁজতো আর এখনকার শিক্ষার্থীরা খোঁজে পরিবর্তনের সুযোগ' —ম্যাডেলিন অলব্রাইট

আমি প্রথমেই আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। যারা আজকে এখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে, তারা জানে কত কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই ডিগ্রি অর্জন করা যায়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই ডিগ্রি একটি ক্লাস না করেও অর্জন করতে পারার জন্য। আজ থেকে তোমাদের জীবন অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তোমরা বাইরের দুনিয়া দেখবে, অনেক নতুন মানুষের সাথে মিশবে, অনেক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, এমন অনেক অভিজ্ঞতা হবে যা তোমার সাথে আগে কখনো হয়নি।

আমি জানি তোমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এইসব অভিজ্ঞতা পার হয়ে আসবে। এই আধুনিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, আমরা পরিবর্তন নামক এই রেলগাড়ির চালক নই বরং নীরব যাত্রী। আর এ কারণেই আমি বলব তোমাদের সামনে অনেক বড় দায়িত্ব। এই গরমিল তোমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমরা সবাই নিউটনের তৃতীয় সূত্র জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সকল পরিবর্তনেরই বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সেটা আমরা চাই অথবা না চাই আমাদের ভোগ করতেই হবে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা এখন স্মার্টফোন দিয়ে যেমন অনেক রকমের সুবিধা পাই, তেমনি ইন্টারনেট দিয়ে অনেক রকমের তথ্যও জানতে পারি। কিন্তু প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই যে, এটি আমাদের অনেক তথ্য দিয়ে তথ্যবান করে তুলতে হয়তো পারছে কিন্তু জ্ঞানী বানাতে পারছে না। বরং জ্ঞানী হওয়ার সুযোগও নষ্ট করে দিচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে। আর এই তথ্য যা আমাদের কাছে আসে তার কতটুকুই বা সত্য? তথ্যের এই পরিবর্তন যেমন আমাদের পরিচালন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। আমি যদি তোমাদেরকে বলতে পারতাম যে তোমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তোমাদেরকে যদি আশ্বাস দিতে পারতাম যে এই পৃথিবী একটি শান্তির জায়গা, যদি বলতে পারতাম যে তোমাদের সামনে যে ভবিষ্যৎ আছে সেটি অনেক মধুর তাহলে ভালো হতো। কিন্তু না, আমি এগুলোর কিছুই বলতে পারছি না। কারণ এর সাথে সত্যের অনেক দূরত্ব। এটাই সত্য যে, আমরা একটা গ্লোবাল কমিউনিটির সদস্য এবং আমাদেরকে হাজার রকমের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

এখনকার দিনে প্রযুক্তি নিজেই একটি কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠছে। আমি যখন কলেজে পড়তাম, তখন 'জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন' ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় কোম্পানি, যেখানে ৬০০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন আগেই ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ফেসবুক কর্তৃপক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নেয়, তখন সেখানে কাজ করত মাত্র ৫৫ জন মানুষ। যেখানে ফেসবুক বিলিয়নের উপরে মানুষের যোগাযোগ রক্ষা করছে সেখানে তাদের লোকবল মাত্র ৬০৮০ জন। এই যদি হয় বর্তমান প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অবস্থা তাহলে ভবিষ্যতে চাকরির কী অবস্থা দাঁড়াবে? সবচেয়ে বড় সমস্যা তখন দাঁড়ায়, যখন বড় প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যায়। এই পৃথিবীতে মানবিকতা বজায় রাখতে গেলে একজন ভালো দিকনির্দেশকের প্রয়োজন। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, এই পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করে রেখে গিয়েছি আমরা এবং আমি দুঃখিত তার জন্য। কিন্তু এই অবস্থার উন্নতি তোমাদেরই করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা পারবে। আমাকে কিছুদিন আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমার আশির দশকের শিক্ষার্থী এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি বলেছিলাম, 'আশির দশকের শিক্ষার্থীরা নির্ভরতা খুঁজত আর এখনকার শিক্ষার্থীরা খোঁজে পরিবর্তনের সুযোগ।' আমি হয়তো এখানে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ কিন্তু তবুও আমি তোমাদের প্রজন্মের পক্ষে কথা বলব। আমি তোমাদের চোখে ইতিবাচক ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আমি আশা করব, তোমরা তোমাদের সময়কে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হিসেবে তৈরি করবে।